সংবাদ

তারিখ 06 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

নবাবগঞ্জে শিক্ষার নামে কোচিংবাণিজ্য

প্রতিনিধি, নবাবগঞ্জ (ঢাকা)

সরকারের আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রর্দশন করে ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার ১৭০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু হয়েছে প্রাইভেট-কোচিংবাণিজ্য। কোচিংবাণিজ্য করছেন মানুষ গড়ার মহান ব্রতে নিয়জিত শিক্ষিকগণ। ক্লাস রুমে শিক্ষার্থীদের পড়া না বুঝিয়ে দিয়ে কোন রকম দায়সারাভাবে পাঠদানের কাজ শেষ করে প্রাইভেট পড়াতে ব্যস্ত হয়ে পরছেন।

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের অভিযোগ নবাবগঞ্জ উপজেলার কৈলাইল, শোল্লা ও যন্ত্রাইল ইউনিয়নসহ বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের প্রথম ধাপেই পিছিয়ে পড়ছে। মনে করেন সিংজুর গ্রামের নাজমা আক্তার। অভিযোগের সুরে তিনি আরও বলেন বিনামূল্যে দেয়া বই বিতরণকালে খেলার চাঁদাসহ বিভিন্ন টাকা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়া হচ্ছে। কৈলাইল গ্রামের সানজিদা খানম বলেন, এ বছর শিক্ষিকগণ ছাত্র প্রতি ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা করে নিচ্ছে ও বছর চুক্তি প্রাইভেট ও কোচিং করাচ্ছে। আর এ টাকা দিতে ব্যর্থ হলেই ছাত্রছাত্রীদের প্রতি চলে অবহেলা। বার্ষিক পরিক্ষার ফলাফলগুলোতে পিছিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় বিমুখ করা হচ্ছে অধিকাংশ স্কুলে। এতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় বিমুখ হয়ে ঝরে পড়ছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, অধিকাংশ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিচালনা পর্ষদ (এসএমসি)'র সভাপতি ও সদস্যগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় শিক্ষিকরা যা ইচ্ছা তাই করে পার পেয়ে যাচ্ছে।

ফলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কতিপয় কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফায়দা লুটার কারনে এ উপজেলায় সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে রায়পুর গ্রামের এক ব্যাবসায়ী বলেন, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে গঠন করা অধিকাংশ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা বিভিন্ন কৌশলে এখনও রয়ে গেছে ফলে তারা সরকারের সুনাম নষ্ট করতে তৎপর।

পাড়াগ্রামের বাসিন্দা আলতাফ খান জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকরা নিজ বাড়িতে বিশাল রুম বানিয়ে এবং আলীশান বাড়ি ভাড়া নিয়ে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করছেন প্রতিমাসে। যা দেখার কেউ নেই কমিটিকে জানালে ও কোন লাভ হয়নি।

অন্যদিকে, শিক্ষিকগণের মাসিক প্রাইভেট-কোচিং খরচ যোগার করতে না পেরে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছে গরিব কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুরসহ সাধারণ পরিবারের ছেলে মেয়েরা। ফলে সরকারের সার্বজনীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রধান বাধা হয়ে দাড়িয়েছে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। শিক্ষকরা ক্লাস রুমে পড়া না বুঝিয়ে প্রাইভেটও কোচিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করছেন। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জেসমিন আহমেদ এর সঙ্গে কথা হলে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে জানান।